



313001 - কুরআন তলোওয়াতের পর দোয়া করা

প্রশ্ন

কুরআন তলোওয়াত শেষে করার পর

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

এই দোয়া পড়ার শুদ্ধতা কি? তলোওয়াত সমাপ্ত করার পর পঠতিব্য বশিষে কোন দোয়া আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বঠেক বসতেন, যখনই কুরআন তলোওয়াত করতেন কিংবা নামায আদায় করতেন তখনই তিনি কিছু বাক্যের মাধ্যমে সটোক সমাপ্ত করতেন। (আয়শো রাঃ) বলেন: সে প্রসঙ্গে আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি দেখি আপনি যে কোন বঠেক, যে কোন তলোওয়াত এবং যে কোন নামায এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে সমাপ্ত করে থাকেন? তিনি বলেন: হ্যাঁ। যে ব্যক্তি কোন ভাল কথা বলল তার জন্য সেই ভালোর উপর সীলমোহর হল এবং যে ব্যক্তি কোন খারাপ কথা বলল তার জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (আমি প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আপনি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।)। [আলাবানী সলিসলি সাহিহ গ্রন্থে (৩১৬৪) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এই হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বঠেক শেষে বঠেকের কাফফারা সংক্রান্ত যিকিরি উল্লেখ করেছেন; সেই বঠেক যিকিরের বঠেক হোক কিংবা মন্দ ও বহুদা কথা মশ্রিতি বঠেক হোক। যদি যিকিরের বঠেক হয় তাহলে এটি যেন ঐ বঠেকের সীলমোহর।

সনিদা (রহঃ) বলেন:

“উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যিকিরটি সেই ভাল কাজকে সাব্যস্তকারী, কবুলের মর্যাদায় উন্নীতকারী ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার



আশংকামুক্তকারী হওয়া।”[মরীআতুল মাসাবীহ (৮/২০৪)]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে কোন মুসলমিরে জন্য এই যকিরি পড়ার মাধ্যমে বঠেক সমাপ্ত করা মুস্তাহাব; সটো য়ে বঠেক-ই হোক না কনে। কুরআনরে বঠেক, নামায, কথিবা কটে সঙ্গীসাখীদরে সাথে বঠেক করল, পরবিররে সদস্যদরে সাথে বঠেক করল, সমঝাতো বঠেক করল কথিবা অন্য কোন বঠেক করল; এরপর যখন উঠে যতে চাইবে তখন সরাসরি উঠে যাওয়ার আগে এই যকিরিটি বলবে; এরপর উঠবে।

ইতপূর্ববে 223561 নং প্রশ্নোত্তর এ বিষয়ে আলোচতি হয়ছে।

দুই:

কুরআন খতম করার ব্যাপারে বিশেষ কোন দোয়া সাব্যস্ত হয়নি; না এই দোয়াটি, আর না অন্য কোন দোয়া। ইতপূর্ববে উল্লেখ করা হয়ছে যে, এই যকিরি ও দোয়াটি খতমে কুরআন বা অন্য কছির দোয়া নয়; বরং এটি সিকল বঠেকরে জন্য আম দোয়া।

কনিতু আলমেগণ কুরআন খতমরে অনুষ্ঠানে উপস্থতি হওয়াকে মুস্তাহাব বলেন। ইমাম নববী বলেন: “কুরআন খতমরে অনুষ্ঠান উপস্থতি হওয়া তাগদিপূর্ণ মুস্তাহাব।”[আত-তীবইয়ান ফি আদাবি হামালাতলি কুরআন (পৃষ্ঠা-১৫৯)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (২/১২৬) বলেন: “কুরআন খতমরে সময় দোয়াতে হাযরি থাকার জন্য পরবিররে সদস্যদেরকে ও অন্যদেরকে একত্রতি করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমাদ বলেন: আনাস (রাঃ) যখন কুরআন খতম করতনে তার স্ত্রী-সন্তানদেরকে একত্রতি করতনে।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কও এমন বিষয় বর্ণতি আছে।”

আরও জানতে দেখুন: 65581 নং ও 37683 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞঃ।